কালের কণ্ঠ

তারিখ ..29 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ..২৪.. কলাম ...২......

# এমপিও নিয়ে পুকুরচুরি

## মাউশির দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও নিয়ে অনেক বছর ধরে জালিয়াতি চললেও কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করতে পারছে না। এমপিও আগে দিত ব্যানবেইস। ২০০৫ সাল থেকে এ দায়িত্ব পায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ইআইএমএস) সেল তথা ব্যবস্থাপনার কাজটি করে থাকে। শুরুর দিকে তেমন কাগজপত্র ছিল না। কম্পিউটারে রাখা অল্পবিস্তর তথ্যই ছিল ভরসা। এই সুযোগ নিয়েই ইআইএমএস সেলের কর্মকর্তারা অবৈধভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিও দেওয়া শুরু করেন। শুরু হয় কাগজপত্র ছাড়াই কম্পিউটারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোড বদল করে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলকে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণির কলেজকে ডিগ্রি কলেজ করার হিড়িক।

গতকাল কালের কণ্ঠ'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মাউশি দায়িত্ব নেওয়ার পর অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ১২৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষকরা অবৈধভাবে বাড়তি ৯ কোটি টাকার বেতন-ভাতা নিয়েছেন। যে শিক্ষকরা অভিভাবকতুল্য তাঁরা যদি এভাবে নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে কী শিখবে? কিভাবে তাঁরা সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ হবেন? তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি কমায় এবং কাজের প্রক্রিয়া সহজ করে। মাউশির ইআইএমএস সেল এত দিন ধরে উল্টোপথে হাঁটছে কী করে, সে প্রশ্নও উঠছে। এ অনিয়মের দায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কি এড়াতে পারে? মাউশির তথ্যপ্রযুক্তি সেলের তথ্য জালিয়াতি করে অনিয়ম হচ্ছে অভিযোগটি আজকের নয়। এর পরও কঠোর কোনো ব্যবস্থা আমরা দেখছি না।

গত বছর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্তে নেমে অবৈধ এমপিওভুক্তির নথি ও অবৈধ সুবিধাভোগী শিক্ষক-কর্মচারীদের নামের তালিকা বুঝে নেয়। দুদক বলছে, এ পর্যন্ত তদন্তে অভিযোগের আংশিক প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং দুই মামলায় ২৭৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। আমরা আশা করব, দুদক নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে, অপরাধীরা শাস্তি পাবে, সেই সঙ্গে বন্ধ হবে দুর্নীতির সব ফাঁকফোকর।

সরকারি দপ্তর মানেই অনিয়মের আখড়া—শিক্ষা থেকে ধরে সব খাতে এ যেন নিয়ম হয়ে গেছে। এক শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ধরেই নিয়েছেন, প্রজাতন্ত্রের চাকরি মানেই সহজে যায় না। অতএব, যেভাবে পারো আখের গুছিয়ে নাও। তাঁদের দুর্নীতি, অদক্ষতা, দায়িত্ব পালনে অনীহার খেসারত দিচ্ছে মানুষ। এমনিতেই আমাদের শিক্ষক সমাজ ও তাঁদের শিক্ষাদানের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাঁরা যদি দুর্নীতিপরায়ণও হয়ে ওঠেন, তা জাতির জন্য লজ্জার। আমরা আশা করব, সরকার সব অনিয়মের লাগাম টেনে ধরবে এবং যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবৈধ সুযোগ নিয়ে লাভবান হয়েছেন তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে। শুধু শিক্ষা কেন, সরকারের কোনো খাতেই অনাচার মানা যায় না।